গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
(ডিপিডিসি)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক- এর দপ্তর

ডিপিডিসি'র ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রি. মাসের APA অগ্রগতি ও মাসিক অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	আবদুল্লাহ নোমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সভার তারিখ	১৮/০২/২০২৪ খ্রি.
সভার সময়	সকাল ১০.৩০ ঘটিকা
স্থান	ডিপিডিসি'র সম্মেলন কক্ষ/ ভার্চুয়াল সভা (Zoom)।
উপস্থিতি	ডিপিডিসি’র নির্বাহী প্রকৌশলী / ম্যানেজার হতে সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

সভাপতি উপস্থিত সকল কর্মকর্তাদেরকে স্বাগতম জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে জেনারেল ম্যানেজার (আইসিটি, এনার্জি এন্ড মিটারিং) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। সভায় ২০২৩-২৪ খ্রি. অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন সূচক (APA) এর অগ্রগতি ও বিগত জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রি. মাসিক অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভা পর্যালোচনা করে প্রায় সকল আলোচ্যসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়:

আলোচ্যসূচি-০১: সিস্টেম লস

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

সভায় জিএম, আইসিটি জানান যে, জোন ওয়ারী এনওসিএস নর্থ, সেন্ট্রাল ও সাউথ এর সিস্টেম লস এর লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২৪ খ্রি: এর জন্য নির্ধারন করা হয়েছে যথাক্রমে ৫.৩৪, ৫.৫৮ এবং ৬.২১। ডিসেম্বর, ২৩ খ্রি: পর্যন্ত জোন ওয়ারী এনওসিএস নর্থ, সেন্ট্রাল ও সাউথ এ যথাক্রমে অর্জন হয়েছে ৩.৭৪, ৩.৭৫ ও ৪.৮৯। Overall ডিসেম্বর, ২৩ খ্রি: পর্যন্ত অর্জন হয়েছে ৪.২৬। পরবর্তীতে সার্কেল ওয়ারী এনওসিএস এ ম্যাজিস্ট্রেট ড্রাইভ, অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নের সংখ্যা, পেনাল বিল আদায় এর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	ক) APA ২০২৩-২৪ এ সিস্টেম লস এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীগণ সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। খ) সিস্টেম লস কমানোর লক্ষ্যে ও ডিপিডিসি'র রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির স্বার্থে প্রত্যেক মাসে প্রতি এনওসিএস জোনে কমপক্ষে ০১ টি স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ড্রাইভ পরিচালনা করতে হবে। ০৩ এনওসিএস জোনের প্রধান প্রকৌশলী স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ড্রাইভ কার্যক্রম এর অর্জিত ফলাফল বিস্তারিতভাবে পরবর্তী সমন্বয় সভায় অবহিত করবে। এছাড়াও অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার প্রতিরোধের জন্য প্রত্যেক এনওসিএস ডিপিডিসি’র স্পেশাল টাস্কফোর্স এর সহযোগিতায় এবং নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করবে। গ) এনওসিএস এর মিটার রিডারগণকে সঠিক, পরিষ্কার ও নির্ভুলভাবে মোবাইল স্ন্যাপ-শট এর মাধ্যমে মিটারের রিডিং বিলিং সিস্টেমে এন্ট্রি দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট এনওসিএস এর ফিডার ইনচার্জসহ নির্বাহী প্রকৌশলী বর্ণিত বিষয়টি নিবিড়ভাবে মনিটর করবেন। এর কোন ব্যত্যয় হলে সংশ্লিষ্ট অফিসার ও নির্বাহী প্রকৌশলীগণ দায়ী থাকবেন।	নির্বাহী পরিচালক, (অপারেশন)/ প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ/সাউথ/সেন্ট্রাল)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস সার্কেল)/নির্বাহী প্রকৌশলী সকল এনওসিএস)।

আলোচ্যসূচি-০২: CB Ratio / একাউন্টস রিসিবএবেল

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

সভায় জিএম, আইসিটি জানান যে, মন্ত্রণালয় থেকে ডিপিডিসি'র জন্য ২০২৩-২৪ খ্রি: অর্থ বছরের accounts receivable এর লক্ষ্যমাত্রা ১.৪৫ নির্ধারন করার প্রেক্ষিতে সিবি রেশিও এর লক্ষমাত্রার চেয়েও বেশি অর্জন (৯৯.৫) করতে হবে। জোন ওয়ারী এনওসিএস নর্থ, সেন্ট্রাল ও সাউথ এর সিবি রেশিও এর লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২৪ খ্রি: এর জন্য নির্ধারন করা হয়েছে যথাক্রমে ৯৯.২৭, ৯৯.৯০ এবং ৯৯.৫০। ডিসেম্বর, ২৩ খ্রি: পর্যন্ত জোন ওয়ারী এনওসিএস নর্থ, সেন্ট্রাল ও সাউথ এ যথাক্রমে অর্জন হয়েছে ১০১.৪০, ১০১.১৯ ও ৯৮.৬৩। ডিসেম্বর, ২৩ খ্রি: পর্যন্ত overall achieve হয়েছে ১০০.১৩। এছাড়া জোন ওয়ারী এনওসিএস নর্থ, সেন্ট্রাল ও সাউথ এর accounts receivable এর লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২৪ খ্রি: এর জন্য নির্ধারন করা হয়েছে যথাক্রমে ১.৮৬, ১.১০ ও ১.৩৮। ডিসেম্বর, ২৩ খ্রি: পর্যন্ত জোন ওয়ারী এনওসিএস নর্থ, সেন্ট্রাল ও সাউথ এ যথাক্রমে অর্জন হয়েছে ১.৬৬, ০.৮৩ ও ১.৪৫। Overall achieve হয়েছে ১.৩৪। accounts receivable ও সিবি রেশিও এর উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এর জন্য বছরের প্রথম থেকেই সকল এনওসিএসকে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়।	ক) APA ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে CB Ratio/ একাউন্টস রিসিভেবল এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীগণ সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। জোন ওয়ারী সিবি রেশিও ও accounts receivable এর টার্গেট fulfill করতে হবে। এনওসিএস জোনের প্রধান প্রকৌশলী ও এনওসিএস সার্কেল এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ বর্ণিত বিষয়টি সার্বিকভাবে তদারকি করবেন। খ) পরবর্তী সমন্বয় সভার পূর্বে জোন ওয়ারী এনওসিএস এর প্রধান প্রকৌশলীগণ তার নিজ জোনের এনওসিএস এর তত্ত্বাবধায়ক ও নির্বাহী প্রকৌশলীগণ এর সাথে সিবি রেশিও এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে মিটিং করবেন ও আগামী সমন্বয় সভায় জোন ভিত্তিক এনওসিএস এর সিবি রেশিও এর অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট উপস্থাপন করবেন।	প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ/সাউথ/সেন্ট্রাল)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)।

<u>আলোচ্যসূচি-০৩:</u> বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান ও আধা-সরকারী/ স্বায়ত্বশাসিত / কর্পোরেশনসমূহের নিকট বকেয়া

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

সভায় বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান ও আধা-সরকারী/ স্বায়ত্বশাসিত/কর্পোরেশনসমূহের নিকট হতে বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা কর্তৃক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।	ক) সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে ডিপিডিসি'র অভ্যন্তরীণ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান সমূহ (বিশেষ করে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, এফডিসি, PWD, সিটি কর্পোরেশন, পুলিশ কোয়ার্টার, পুলিশ হাসপাতাল, সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, ওয়াসা, বিহারী ক্যাম্প, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইত্যাদি) এর সাথে এবং বকেয়া আদায়ে বিদ্যুৎ বিভাগের দায়িত্বরত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে বকেয়া আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে বর্ণিত খাতে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখবেন। খ) ডিপিডিসি'র অভ্যন্তরীণ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে বর্ণিত খাতে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখবেন। গ) ডিপিডিসি'র স্ব স্ব ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ সরকারি প্রতিষ্ঠানের বকেয়া আদায় কার্যক্রম সংক্রান্ত অগ্রগতি রিপোর্ট আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের দপ্তরে প্রেরণ করবেন এবং পরবর্তী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করবেন।	প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ/ সেন্ট্রাল/ সাউথ)/ জিএম, (আইসিটি)/ বর্ণিত বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস সার্কেল)/ কনট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)।

<u>আলোচ্যসূচি-০৪:</u> **এস্টিমেটেড বিল ও জিরো ইউনিট বিল, পেনাল/ সম্পূরক বিল, ডিস্পুটেড বিল ও খারাপ মিটার পরিবর্তন সংক্রান্ত:**

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

জিএম, আইসিটি সভাকে অবহিত করেন যে, ডিসেম্বর, ২৩ খ্রি: মাসে এনওসিএস নর্থ, সেন্ট্রাল ও সাউথ জোনে গ্রাহকের জিরো ইউনিট বিল হচ্ছে যথাক্রমে ১২৬২৭, ৭৬৮৮ ও ২৯৯৬৮। এছাড়া একই মাসে এনওসিএস নর্থ, সেন্ট্রাল ও সাউথ জোনে খারাপ মিটারের সংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ১০৯১, ১২৯০ ও ১৮৭৭। এছাড়া তিনি আরও জানান যে, এনওসিএস নর্থ জোনে ৬৫২ জন গ্রাহকের স্থাপনা ও মিটার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা বিধায় প্রতি মাসে একাউন্টস রিসিভেবল বেড়ে যাচ্ছে। সিস্টেম লস কমানোর স্বার্থে ও বিলিং সিস্টেম সহজীকরণের লক্ষ্যে নষ্ট মিটারগুলো অবিলম্বে পরিবর্তনসহ জিরো ইউনিটের বিল কমানোর বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	প্রত্যেক এনওসিএসকে আগামী মার্চ, ২০২৪ খ্রি: মাসের মধ্যে তার আওতাধীন এলাকার সর্বমোট (জিরো কনসাম্পশন প্লাস নষ্ট মিটার) গ্রাহক সংখ্যার ১০০ % গ্রাহক স্থাপনা পরিদর্শনপূর্বক পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষভাবে সার্ভে করতে হবে। সার্ভের মাধ্যমে নষ্ট মিটার ও শূণ্য বিল গ্রাহকদের তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে ডিজিএম, আইসিটি রেভেনিউ দপ্তর হতে ইতোমধ্যে সার্ভে ফর্ম প্রস্তুত পূর্বক ফর্ম এর ০১ টি লিংক https://cms.dpdc.org.bd/dpdcapp/billing/ প্রত্যেক এনওসিএস দপ্তরের দাপ্তরিক মেইলে প্রেরণ করা হয়েছে। সকল এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীকে উক্ত সার্ভে ফর্ম বর্ণিত লিংক থেকে ডাউনলোড এর মাধ্যমে প্রিন্ট করে শূণ্য বিল ও নষ্ট মিটার গ্রাহকদের গ্রাহক স্থাপনা সার্ভে করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, এনওসিএস (নর্থ/ সেন্ট্রাল/ সাউথ)/ জিএম, আইসিটি/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস সার্কেল)/ ডিজিএম, আইসিটি (রেভেনিউ)/ ম্যানেজার, আইসিটি (রেভেনিউ)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)/ সংশ্লিষ্ট এনওসিএস এর ফিডার ইনচার্জ।

<u>আলোচ্যসূচি-০৫:</u> নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

সভায় জিএম, আইসিটি জানান যে, ০২ দিনের মধ্যে এলটি আবাসিক গ্রাহককে সংযোগ প্রদানের জন্য নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও কিছু এনওসিএস নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংযোগ প্রদান করতে পারছেনা যা অত্যন্ত দু:খজনক। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবাসিক গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করতে না পারলে এপির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হবেনা মর্মে সভায় আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়।	ক) আবাসিক (LT) বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ২ কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করে ডিমান্ড নোট ইস্যু করতে হবে । ডিমান্ড নোটের টাকা, মিটার ও সার্ভিস চার্জ জমা দেয়া সাপেক্ষে পরবর্তী ০২ কর্মদিবসের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে সংশ্লিষ্ট এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলী দায়ী থাকবেন। এনওসিএস জোনের প্রধান প্রকৌশলীগণ বর্ণিত বিষয়টি নিবিড়ভাবে মনিটর করবেন। খ) ১১ কেভি ও তদূর্ধ্ব ভোল্টেজের গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে সকল শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে আবেদনের ১৩ দিনের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করে ডিমান্ড নোট ইস্যু করতে হবে। ডিমান্ড নোটের টাকা জমা, সোলার প্যানেল স্থাপন, মিটার সরবরাহ, মিটার টেস্ট সম্পন্ন করা সাপেক্ষে পরবর্তী ০২ কর্মদিবসের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করতে হবে। এ নিয়মের ব্যত্যয় হলে এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ দায়ী থাকবেন এবং বাৎসরিক কর্মমূল্যায়ন রিপোর্টে প্রতিফলিত হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ/সাউথ/সেন্ট্রাল)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস সার্কেল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)।

আলোচ্যসূচি-০৬: প্রি-পেইড মিটার ও পোস্ট-পেইড মিটার সংক্রান্ত

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

সভায় জিএম, আইসিটি জানান যে, ডিপিডিসি'র অধিকাংশ গ্রাহক অনুমোদিত লোড এর চেয়ে বেশি লোড ব্যবহার করে। ফলশ্রুতিতে দ্রুত গ্রাহক পর্যায়ে লোড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রয়োগ করে লোড বৃদ্ধি পূর্বক প্রতি মাসে ডিমান্ড চার্জ ০১ কোটি টাকা বাড়ানোর বিষয়ে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করলে সভায় একমত পোষণ করা হয় এবং পোস্ট-পেইড ও প্রি-পেইড মিটার গ্রাহক পর্যায়ে লোড ম্যানেজমেন্ট প্রয়োগ করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া ২০২৩-২৪ এর এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ডিপিডিসি'কে ১ লক্ষ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করতে হবে বিধায় পরিকল্পনা মাফিক কোয়ার্টার ভিত্তিক প্রি-পেইড মিটার স্থাপনে সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ক) আগামী জুন, ২৪ খ্রি: এর মধ্যে প্রি-পেইড গ্রাহকের পূর্বের পোস্ট-পেইড মিটারের বকেয়া ২৫.৬৩ কোটি টাকা থেকে কমপক্ষে ১৫ কোটি টাকা এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে আদায় করতে হবে। জিএম, (আইসিটি) ইতোমধ্যে নির্বাহী পরিচালক, (অপারেশন) এবং তিন এনওসিএস জোনের প্রধান প্রকৌশলীর সাথে বর্ণিত বিষয়ে আলোচনা করে বাস্তবতার নিরীখে জোন ওয়ারী এনওসিএস এর ০১ টি টার্গেট সেট করে দিয়েছে। সেই লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীগণ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। খ) প্রি-পেইড মিটার সংশ্লিষ্ট এনওসিএসকে অবিলম্বে তার আওতাধীন গ্রাহকের কানেক্টেড লোড অনুযায়ী লোড বৃদ্ধির জন্য প্রি-পেইড মিটার সিস্টেমে লোড ম্যানেজমেন্ট apply করতে হবে। আগামী মে'২৪ মাসের মধ্যে ০১ কোটি টাকা ডিমান্ড চার্জ বাড়ানোর বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। লোড ম্যানেজমেন্ট apply এর মাধ্যমে গ্রাহকের লোড বৃদ্ধির বাস্তব অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট এনওসিএস এর ০৩ জোনের প্রধান প্রকৌশলীগণ আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করবেন। গ) প্রত্যেক এনওসিএসকে সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধিদের সহায়তা নিয়ে স্ট্রীট লাইটের মিটারিং পয়েন্ট শনাক্ত করে স্ট্রীট লাইটের বিল আগামী এপ্রিল, ২৪ খ্রি: এর মধ্যে মিটারিং এর আওতায় নিয়ে আসতে হবে। তিন জোনের প্রধান প্রকৌশলী পরবর্তী সমন্বয় সভায় এ সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রগতি অবহিত করবেন। ঘ) ডিপিডিসি'র রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির স্বার্থে খোলা বাজার অথবা ওটিএম কিংবা ডিপিএম পদ্ধতিতে থ্রি-ফেজ প্রি-পেইড মিটার ক্রয়ের বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক, (অপারেশন) মহোদয় সংশ্লিষ্ট ভেন্ডরের সাথে আলোচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এছাড়া সরকারি প্রতিষ্ঠান টেশিস এর মাধ্যমে থ্রি-ফেজ মিটার সরবরাহ করা হবে কীনা এ বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা পূর্বক পরবর্তীতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।	নির্বাহী পরিচালক, (অপারেশন)/ প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ/সাউথ/সেন্ট্রাল)/ প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডডি)/ জিএম, আইসিটি/ ডিজিএম, (আইসিটি ডেভেলপমেন্ট)/ রেভেনিউ/ প্রকল্প পরিচালক (৮.৫ লক্ষ স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস সার্কেল)/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মিটারিং)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চুক্তি ও ক্রয় সার্কেল)/ ম্যানেজার, (আইসিটি ডেভেলপমেন্ট)/ রেভেনিউ/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)।

<u>আলোচ্যসূচি-০৭:</u> **GIS ম্যাপিং সংক্রান্ত:**

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

সভায় প্রকল্প পরিচালক, জিআইএস ম্যাপিং জানান যে, জিটুজি প্রকল্পের উপকেন্দ্রের as-built drawing খুব দ্রুত পাওয়া যাবে মর্মে জিটুজি প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালককে আশ্বস্ত করেন। এছাড়া জিআইএস প্রকল্পের সদস্যগণ ০২ টি উপকেন্দ্র পরিদর্শন করে যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে। জিটুজি প্রকল্পের চায়না ভেন্ডরগণ নববর্ষের ছুটিতে চায়নাতে বর্তমানে অবস্থান করছেন। তারা আগামী ২০ তারিখের মধ্যে জিটুজি প্রকল্পের as-built drawing জিআইএস ম্যাপিং এর দপ্তরে প্রেরণ করবেন মর্মে সভায় আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।	ডিপিডিসি'র ২০২৩-২৪ অর্থবছরের APA অনুযায়ী জিআইএস ম্যাপিং সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ডিপিডিসি'র বিতরণ নেটওয়ার্কে বিভিন্ন প্রকল্প এবং প্রধান প্রকৌশলী (উন্নয়ন) দপ্তরের মাধ্যমে যে সকল উপকেন্দ্র এবং বিতরণ লাইন সংযোজিত হচ্ছে তার As-Built Drawing (সেপ্টেম্বর, ২৩ খ্রি: থেকে ,জানুয়ারি ২৪ খ্রি: পর্যন্ত) এর সফটকপি জিটুজি ও পিডিএসডিপি প্রকল্প কর্তৃক অবিলম্বে pd.gis@dpdc.org.bd এর ইমেইলে এবং হার্ডকপি জিআইএস ম্যাপিং প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী ডেভেলপমেন্ট/ সিস্টেম অপারেশন এন্ড স্ক্যাডা/ সকল প্রকল্প পরিচালক/ জিআইএস ম্যাপিং প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ডেভেলপমেন্ট ১ এবং ২।

<u>আলোচ্যসূচি-৮:</u> ১১ কেভি ফিডার অটোমেশন ও SAIDI/SAIFI:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সভায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (গ্রীড) সাউথ সার্কেল জানান যে, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে সাস ও নন সাস সহ আরও ৮০ টি ১১ কেভি ফিডার অটোমেশন করা হবে। ক্রম্পূঞ্জিভূত লক্ষ্যমাত্রার (৫০%) অনুসারে সর্বমোট ৪০০ টি ১১ কেভি ফিডার অটোমেশন করতে হবে। ইতোমধ্যে ৩৪৭ টি ফিডার অটোমেশনের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। আগামী মে, ২৪ খ্রি: এর মধ্যে বাকি ১১ কেভি ফিডারগুলো অটোমেশনের আওতায় নিয়ে আসা হবে মর্মে সভায় তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।	২০২৩-২৪ অর্থ বছরে সাস ও নন সাস সহ ৮০ টি ১১ কেভি ফিডার অটোমেশন করতে হবে। আগামী মে, ২০২৪ খ্রিঃ এর মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গ্রীড সাউথ সার্কেল ও সিস্টেম প্রটেকশনকে ৪০ টি (নন সাস) এবং ৪০ টি (সাস) সহ টোটাল ৮০ টি ১১ কেভি ফিডার অটোমেশন এর জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	জিএম, (আইসিটি)/ প্রধান প্রকৌশলী (সিস্টেম অপারেশন এন্ড স্ক্যাডা)/ প্রধান প্রকৌশলী (গ্রীড)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সিস্টেম প্রটেকশন)/ সংশ্লিষ্ট আইসিটি কর্মকর্তা।

<u>আলোচ্যসূচি-০৯:</u> স্টোর ম্যানেজমেন্ট, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ও স্টোরের মালামাল ঘাটতি

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

ম্যানেজার, আইসিটি ডিএম কামরুল জানান যে, এনওসিএস জিগাতলা, মানিকনগর ও জুরাইন দপ্তর থেকে লোকাল স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে কোন এন্ট্রি দেওয়া হয়নি। পরবর্তীতে ডিজিএম, ফিন্যান্স হায়দার আলী জানান যে, এনওসিএস দপ্তরে অ্যাসেট এর হিসেব রেকর্ড এর জন্য সার্ভে কাজ চলমান রয়েছে। তিনি সভায় প্রত্যেক এনওসিএস দপ্তরের আওতাধীন ফিডার ও ট্রান্সফরমারের ডাটা সংক্রান্ত সঠিক তথ্য সার্ভে টীমকে সরবরাহ করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। সভার এক পর্যায়ে স্টোরের মালামালের ঘাটতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কনট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্টকে স্টোরের মালামালের ঘাটতি পূরণের জন্য মালামাল দ্রুত ক্রয়ের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার নিমিত্ত দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	ক) প্রত্যেক দপ্তরকে লোকাল স্টোরে মালামাল ইস্যুর সময়ে অথবা উক্ত দিন শেষে স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যারে ডাটা আবশ্যিকভাবে এন্ট্রি দিতে হবে যাতে সমন্বিত ইআরপি প্রকিউরমেন্ট মডিউলে লোকাল স্টোরের ডাটা প্রতিফলিত হয়। খ) স্টোরে মাত্র ৯৪ টি ২৫০ কেভিএ ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার অবশিষ্ট রয়েছে যা দিয়ে চলতি অর্থ বছরের গ্রীষ্ম মৌসুম এ ট্রান্সফরমারের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবেনা। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট) কে অবিলম্বে ২৫০ কেভিএ ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার ক্রয়ের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। গ) স্টোরে কোন এলটসিটি মিটার ও ১৫/০৫অ্যাম্পস এর এইচটি মিটার নেই। মিটারিং ইউনিট নাকি আলাদাভাবে সিটি পিটি সহ এইচটি মিটার ক্রয় করা হবে এ ব্যাপারে নির্বাহী পরিচালক, (অপারেশন) মহোদয় মিটারিং এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এর সাথে আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। ঘ) স্টোরে পড়ে থাকা ৩*৩০০ mm^2 এর অ্যালুমিনিয়াম ক্যাবল এর ৪৫ টি আউটডোর টার্মিনেশন কীট যথাযথভাবে অন্য কোথায় ও ব্যবহার করা যায় কীনা এ ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিস্টেম সার্ভিসেস উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।	নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সিস্টেম সার্ভিসেস)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মিটারিং)/ ডিজিএম, ফিন্যান্স (অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট এন্ড স্টোর একাউন্টিং)/ ম্যানেজার, (আইসিটি ডেভেলপমেন্ট)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)

আলোচ্যসূচি-১০: **APP বাস্তবায়ন অগ্রগতি**

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

সভায় নির্বাহী পরিচালক, অ্যাডমিন এন্ড এইচআর জানান যে, চলমান সংকটময় পরিস্থিতিতে ডিপিডিসি'র বাজেট স্বল্পতা থাকার কারনে কৃচ্ছতাসাধন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আপাতত: প্রয়োজনীয় ব্যয় ব্যতীত অপ্রয়োজনীয় ব্যয় পরিহার করে এপিপি revised করতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কনট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্টকে এ ব্যাপারে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	সকল দপ্তরকে নিজ নিজ ক্রয় পরিকল্পনা যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে। যেসকল দপ্তর ক্রয় কার্য সম্পাদন করেছে কিন্তু সিস্টেমে এন্ট্রি করেনি তাদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে এন্ট্রি করতে হবে। তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ ক্রয় কার্যক্রম স্থগিত করার লক্ষ্যে আগামী ৩১ শে মার্চ, ২০২৪ খ্রি: এর মধ্যে সিস্টেমে এপিপি ড্রপ করতে হবে। জুন/২০২৪ শেষ হওয়ার পূর্বেই এপিপি কার্যক্রম এর বাস্তবায়ন সম্পন্ন করতে হবে। তাছাড়া কোন এপিপি আইটেম (ক্রয়, কাজ ও ভৌত সেবা) বাস্তবায়ন সম্ভব না হলে অবিলম্বে তা ড্রপ করতে হবে। এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী/ জেনারেল ম্যানেজার তার আওতাধীন কষ্ট সেন্টারসমূহ-কে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে। সিস্টেম ব্যবহারে কোন প্রকার সাহায্য প্রয়োজন হলে জনাব ডি. এম কামরুল হাসান, ব্যবস্থাপক (আইসিটি). ডেভেলপমেন্ট (০১৭৩০৩৩৫৩৯৮) অথবা জনাব মো: সাকিল মিয়া, উপ-ব্যবস্থাপন (আইসটি) ডেভেলপমেন্ট (০১৭৩০৩৩৫১১১) এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। এরিমধ্যে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের APP ও ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সংশোধিত APP প্রণয়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	জিএম (আইসিটি)/ প্রধান প্রকৌশলী (ডেভেলপমেন্ট)/ প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ/ সেন্ট্রাল/ সাউথ)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (কনট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট)/ ম্যানেজার, আইসিটি ডেভেলপমেন্ট/ সকল দপ্তর প্রধান।

<u>আলোচ্যসূচি-১১:</u> অডিট আপত্তির জবাব প্রদান সংক্রান্ত আলোচনা:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সভায় জিএম, অডিট জানান যে, রিপোর্টভূক্ত অডিট আপত্তি রয়েছে ২২৬ টি যার মধ্যে ২২ টির জবাব মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। ৪০৮ টি অগ্রিম আপত্তির মধ্যে ৭৯ টি অডিট আপত্তির জবাব মন্ত্রেওণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, ৩২৯ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য মাঠ পর্যায়ে কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া তিনি সভায় আরও জানান যে, ৩১৬ তম বোর্ড সভায় ২৮ টি অডিট আপত্তির কিছু জবাব পাওয়ার পরে write-off করা হয়েছিল। এনওসিএস ডেমরা ও ফতুল্লার ১৫ জন গ্রাহকের ০৯ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা মাঠ পর্যায়ে আদায় করতে পারলে অধিকাংশ রিপোর্টভূক্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা যাবে মর্মে তিনি সভায় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।	ক) রিপোর্টভূক্ত ২০৪ টি অডিট আপত্তি ও অগ্রিম ৩০৮ টি অডিট নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীকে মাঠ পর্যায়ে গ্রাহকের অবশিষ্ট বকেয়া আদায় করে রিপোর্টভূক্ত ও অগ্রিম অডিট আপত্তির প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব আগামী ৩১ শে মার্চ, ২৪ খ্রি: এর মধ্যে জিএম, অডিট দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। খ) রিপোর্টভূক্ত ও অগ্রিম অডিট আপত্তির অবশিষ্ট বকেয়া টাকা আদায়ের বিষয়টি ফিল্ড অফিসকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে, অন্যথায় যে দপ্তর অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করতে পারবেনা সে দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন এবং ব্যর্থতার বিষয়টি তার ব্যক্তিগত performance apprisal report এ প্রতিফলিত হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ/ সেন্ট্রাল/ সাউথ)/ জিএম, অডিট/ ডিজিএম, (গভ: এন্ড রেভেনিউ অডিট)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস সার্কেল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)।

<u>আলোচ্যসূচি-১২:</u> নিরাপত্তা সংক্রান্ত:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
আউটসোর্সড নিরাপত্তা প্রহরী হিসেবে যারা অফিস ডিউটি করেন তাদেরকে প্রত্যাহার করা প্রসঙ্গে: সভায় জানানো হয় যে, যে সকল নিরাপত্তা প্রহরীগণ নিরাপত্তা প্রহরার পেশাগত দায়িত্ব ব্যতীত অন্যান্য কাজে নিয়োজিত থাকেন তাদেরকে চিহ্নিত করে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। তালিকা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে বিদ্যুৎ ভবন সহ বিভিন্ন দপ্তরে মোট ৪৭ জন আউটসোর্সড নিরাপত্তা প্রহরী রয়েছেন যারা নিরাপত্তা প্রহরীর দায়িত্ব পালন না করে অফিস সহায়কের ডিউটি পালন করেন। যেহেতু ইতোমধ্যেই ৩টি নতুন উপকেন্দ্র চালু হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে আরো হবে তাই ডিপিডিসি'র ব্যয় সংকোচনের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে তাদেরকে বিভিন্ন দপ্তর হতে প্রত্যাহার করে উপকেন্দ্রসমূহে পদস্থ করার বিষয়ে সভায় ঐক্যমত্য পোষণ করা হয়।	যে সব নিরাপত্তা প্রহরীগণ নিরাপত্তার কাজ বাদ দিয়ে অফিস সহায়কের কাজ করেন তাঁদেরকে পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করে নতুন নির্মিত স্থাপনাসমূহে পদস্থ করতে হবে।	ডিজিএম (এইচ আর), সিকিউরিটি।
উলন ১৩২/৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রে ওয়াশরুম এবং রান্নাঘরের সুবিধাসহ মানসম্মত আনসার শেড নির্মাণ করা সংক্রান্তঃ সভায় জানানো হয় যে "১গ" শ্রেণির কেপিআই উলন ১৩২/৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রটিতে নিরাপত্তার জন্য ৬ জন নিরস্ত্র আনসার নিয়োজিত আছেন। স্থাপনার অভ্যন্তরে পিজিসিবি কর্তৃক ২৩০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ কাজ শুরু হলে আনসারদের থাকার জন্য যে শেডটি ছিল তা ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং উক্ত স্থাপনার একটি গাড়ির গ্যারেজকে আপাতত আনসার শেড হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া হয়। আনসার সদস্যগণ এখন যেখানে বসবাস করছেন সেখানে কোন টয়লেট এবং কিচেন নেই যার ফলে তাঁদেরকে খুব কষ্ট করে রান্না এবং প্রাকৃতিক কর্ম সারতে হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী আনসার সদস্যদেরকে মানসম্মত শেড প্রদান করতে ডিপিডিসি কর্তৃপক্ষ অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিভিল ওয়ার্কস দপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে তাঁরা বাজেট প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে কাজটি করবেন মর্মে জানিয়েছেন। প্রায় ৬ মাসের অধিক সময় যাবত আনসার সদস্যগণ অনেক কষ্টে বসবাস করলেও অদ্যাবধি কাজটি শুরু হয়নি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী মর্মে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	উলন ১৩২/৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রে আনসার শেড নির্মাণের জন্য জরুরী ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং এ বিষয়ে সিভিল দপ্তরকে অবহিত করতে হবে।	ডিজিএম (এইচ আর), সিকিউরিটি।

মাতুয়াইল ১৩২/৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রে ফটক ও আনসার শেড মেরামত সংক্রান্তঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, গ্রিড সাউথ-১, ডিপিডিসি এর আওতাধীন মাতুয়াইল ১৩২/৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রিড উপকেন্দ্র যেটি কেপিআইভুক্তির জন্য আবেদন করা হয়েছে। স্থাপনার নিরাপত্তার জন্য ১০ জন সশস্ত্র আনসার এবং ৩ জন আউটসোর্সড নিরাপত্তা প্রহরী রয়েছে। আনসার শেডে রান্নার জন্য কোন আলাদা কিচেনের ব্যবস্থা না থাকায় তাঁরা রুমের বাইরে উন্মুক্ত স্থানে হিটারে রান্না করেন যা খুবই অনিরাপদ । আনসারদের রান্নার জন্য একটি নিরাপদ রান্নাঘরের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়। স্থাপনার পাশে জিটুজি প্রকল্পের আওতায় নতুন একটি উপকেন্দ্র নির্মাণ কাজ চলছে। নির্মাণাধীন উপকেন্দ্রে নির্মাণ সামগ্রী আনা-নেওয়া এবং লোকজনের চলাচলে্র কাজটি বিদ্যমান উপকেন্দ্রের ভিতর দিয়ে করা হয় যার কারণে স্থাপনার মূল ফটকটি সারাক্ষণ খোলা রাখা হয় এবং স্থাপনার নিরাপত্তার জন্য অস্থায়ী ফেন্সিং এবং ফটক নির্মাণ করা হয়েছে। বিগত কয়েক মাস ধরে অস্থায়ী ফটকটি খোলে পরে যাওয়াতে স্থাপনার নিরাপত্তা ঝুঁকি বেড়েছে । প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মৌখিকভাবে জানানো হলেও এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি যা নিরাপত্তার জন্য খুবই হুমকিস্বরূপ মর্মে সভায় আলোচনা হয়।	১। আনসার সদস্যদের নিরাপদে রান্নার জন্য রান্নাঘরের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ২। নিরাপত্তার স্বার্থে ভেঙ্গে যাওয়া অস্থায়ী ফটকটি মেরামত করতে হবে।	১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিভিল ওয়ার্কস এবং ২। প্রকল্প পরিচালক, জিটুজি। সার্বিক সমন্বয় ডিজিএম (এইচ আর), সিকিউরিটি।

উলন ১৩২/৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র এলাকায় অবৈধভাবে বসবাসকারীদের উচ্ছেদের লক্ষ্যে বৈধ বসবাসকারীদের তালিকা চেয়ে পিডিবি এবং পিজিসিবি বরাবর পত্র প্রেরণ ও এলাকা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে বন্টন(Allocation)/সীমানা নির্ধারণ (Demarcation) পেপার চেয়ে পিজিসিবিকে পত্র প্রেরণ এবং আবাসিক এলাকায় বসবাসকারীদের জন্য পৃথক গেইট নির্মাণ সংক্রান্তঃ সভায় জানানো হয় যে, বিগত ২০২০ খ্রি বিদ্যুৎ বিভাগের নির্দেশনানুযায়ী উলন ১৩২/৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রেটি ডিপিডিসি’র নিকট হস্তান্তরিত হয় । উপকেন্দ্র এলাকার মোট ভূমি ৫.৮০ একর হতে পিজিসিবির ২৩০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণের জন্য ১.৫০৬ একর জায়গা রেখে অবশিষ্ট ৪.২৯৪ একর যায়গার মালিকানা ডিপিডিসি’র নিকট হস্তান্তর করা হয়। পিজিসিবির উপকেন্দ্রটি ঠিক কোন জায়গায় নির্মাণ হবে তা এতদিন নির্ধারিত না হওয়ায় ডিপিডিসি’র অংশটুকু আলাদাভাবে চিহ্নিতকরণ করা হয়নি। এলাকা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে বন্টন (Allocation)/ সীমানা নির্ধারণ (Demarcation) পেপার চেয়ে পিজিসিবিকে পত্র প্রেরণ করা জরুরী মর্মে সভায় গুরুত্বসহকারে আলোচনা করা হয়। তাছাড়া উপকেন্দ্রটির অভ্যন্তরে এতদিন ডিপিডিসি, পিডিবি এবং পিজিসিবির এমপ্লয়িদের জন্য আবাসিক কোয়ার্টার ছিল। পিজিসিবির উপকেন্দ্র নির্মাণের জন্য জায়গা নির্ধারণ করার পর কিছু কোয়ার্টার ভেঙ্গে ফেলা হয়। এগুলো ছাড়াও স্থাপনার অভ্যন্তরে টিনশেড আবাসিক কোয়ার্টার রয়েছে যেখানে পিডিবি এবং পিজিসিবির কিছু বৈধ বসবাসকারীর পাশাপাশি অনেক অবৈধ বসতি রয়েছে যা কেপিআই স্থাপনার নিরাপত্তার জন্য খুবই হুমকিস্বরূপ। স্থাপনার অভ্যন্তরে অবৈধ বসতি উচ্ছেদকল্পে পিডিবি এবং পিজিসিবির বৈধ বসকারীদের তালিকা সংগ্রহ করা জরুরী মর্মে সভায় আলোচনা হয়।	পিজিসিবি কর্তৃক উপকেন্দ্র নির্মাণের স্থান নির্ধারিত হওয়ায় তাঁদের অংশ (১.৫০৬ একর) বাদ দিয়ে ডিপিডিসি’র জন্য অবশিষ্ট অংশটুকু (৪.২৯৪ একর) চিহ্নিত করার লক্ষ্যে বন্টন (Allocation)/ সীমানা নির্ধারণ (Demarcation) পেপার চেয়ে পিজিসিবিকে পত্র দিতে হবে। বিদ্যমান আবাসিক কোয়ার্টার হতে অবৈধ বসতি উচ্ছেদের লক্ষ্যে পিডিবি এবং পিজিসিবির বৈধ বসবাসকারীদের তালিকা চেয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	ডিজিএম (এইচ আর), এস্টেট এন্ড ট্রান্সপোর্ট এবং ডিজিএম (এইচ আর), সিকিউরিটি।

নারায়ণগঞ্জ জেলা কমান্ড্যান্ট এর অধীনে ৩টি স্থাপনায় নিয়োজিত আনসার ক্যাম্প হতে এপিসি প্রত্যাহারের বিষয়ে পত্র প্রদান করা হলেও এখন পর্যন্ত তা কার্যকর না হওয়া এবং প্রধান প্রকৌশলী, এনওসিএস (সাউথ) এর দপ্তর এলাকায় (কিল্লারপুল) নিয়োজিত আনসার প্রত্যাহার সংক্রান্তঃ সভায় জানানো হয় যে, এপিসি প্রত্যাহারের বিষয়ে জেলা কমান্ড্যান্ট এর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি আনসার সদর দপ্তরের সিদ্ধান্ত এখনো পাওয়া যায়নি মর্মে উল্লেখ করেন। এই মুহূর্তে তাঁরা একটি প্রোগ্রামে গাজীপুরে অবস্থান করছেন আগামী সপ্তাহে দপ্তরে এসে পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে জানান তাছাড়া প্রধান প্রকৌশলী, এনওসিএস (সাউথ) এর অফিস এলাকা কিল্লারপুল, নারায়ণগঞ্জ হতে আনসার প্রত্যাহারের বিষয়ে নথি উপস্থাপন করা হয়েছে মর্মেও সভায় উল্লেখ করা হয়।	১। প্রধান প্রকৌশলী, এনওসিএস (সাউথ) এর দপ্তর এলাকা নারায়ণগঞ্জ (কিল্লারপুল) আনসার ক্যাম্প হতে আনসার প্রত্যাহারের বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে। ২। এপিসি প্রত্যাহারের বিষয়ে জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি নারায়ণগঞ্জ বরাবর পুনারায় যোগাযোগ (মৌখিক ও পত্রালাপ) করতে হবে।	ডিজিএম (এইচ আর), সিকিউরিটি।
সিকিউরিটি গার্ডদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্তঃ সভায় উল্লেখ করা হয় যে, আউটসোর্সড সিকিউরিটি গার্ডদের প্রায় ৭০-৮০% ইতোমধ্যেই আগের চুক্তিতে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। নতুন চুক্তিতেও প্রশিক্ষণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকায় ৫ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজনের ব্যাপারে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আগামী সপ্তাহের যে কোন দিন থেকে প্রশিক্ষণ শুরু করার বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হবে মর্মে সভায় আলোচনা হয়। সভায় আরো জানানো হয় যে, গত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন যোগদানকারী ২ জন সিকিউরিটি গার্ডকে ইতোমধ্যে সিকিউরিটি দপ্তরে ৩ দিন রেখে প্রশিক্ষণ দিয়ে ডিউটি পোস্টে পাঠানোর বিষয়টি বাস্তবায়ন হয়েছে এবং এ ধারা অব্যাহত থাকবে। তাছাড়া বিভাগীয় সিকিউরিটি গার্ডদের রিফ্রেশার কোর্সের প্রস্তাব বেশ আগেই তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে কিন্তু প্রশিক্ষণ শিডিউলে খুব চাপ থাকায় এখনো তা সম্পন্ন হয়নি। তাছাড়া এনএসআই কর্তৃক আয়োজিত সিকিউরিটি কোর্সসমূহে ডিপিডিসি'র কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	১। দ্রুত সময়ের মধ্যে সিকিউরিটি গার্ডদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ২। ডিপিডিসি'র যে সকল কর্মকর্তা এনএসআই এর তত্ত্বাবধানে আয়োজিত সিকিউরিটি কোর্সসমূহে এখনো অংশগ্রহণ করেননি তাদেরকে কোর্স করানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং ৩। ডিপিডিসি'র বিভাগীয় সিকিউরিটি গার্ডদের রিফ্রেশার কোর্স এর আয়োজন করতে হবে।	১ ও ২ এর জন্য ডিজিএম (এইচ আর), সিকিউরিটি এবং ৩ এর জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট।

ডিপিডিসি'র আওতাধীন দপ্তর/স্থাপনাসমূহে পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা সংক্রান্তঃ সম্প্রতি ডিপিডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বিভিন্ন দপ্তর/স্থাপনা পরিদর্শনকালে পরিদর্শক দলের কাছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার যথেষ্ট ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলে রাখলে বিভিন্ন মশা মাছির উপদ্রব বৃদ্ধি পেতে পারে যার ফলে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুসহ বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে পরা এবং এইসব পদার্থ সহজে দাহ্য হওয়ার কারণে বড় ধরণের অগ্নি দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে বিধায় সুস্থ কর্ম পরিবেশ ও নিরাপত্তার স্বার্থে দপ্তর/স্থাপনাসমূহ অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা জরুরী মর্মে সভায় গুরত্বারোপ করা হয়।	দপ্তর/স্থাপনাসমূহে নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করতে হবে এবং দায়িত্বশীল কর্মকর্তাগণকে তা নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে।	সকল দপ্তর প্রধান।

এছাড়া সময় স্বল্পতার কারণে সমন্বয় সভার যে এজেন্ডাগুলো আলোচনা করা সম্ভব হয় নি, পূর্বের সমন্বয় সভায় আলোচিত সে এজেন্ডাগুলোর সিদ্ধান্তসমূহ অপরিবর্তিত ও পুনর্বহাল থাকবে। পরিশেষে আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলের সু-স্বাস্থ্য কামনা করে সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আবদুল্লাহ নোমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

স্মারক নম্বর: ২৭.৮৭.০০০০.০০০.০৬.০০১.২২.১৮

তারিখ: ২১ ফাল্গুন ১৪৩০
০৫ মার্চ ২০২৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড এইচ.আর/ ইঞ্জিনিয়ারিং/ অপারেশনস/ ফিন্যান্স/আইসিটি এন্ড প্রকিউরমেন্ট), ডিপিডিসি।

২) সকল চিফ ইঞ্জিনিয়ার/সকল জেনারেল ম্যানেজার

৩) সকল সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার/প্রজেক্ট ডিরেক্টর, ডিপিডিসি।

৪) সকল নির্বাহী প্রকৌশলী/ম্যানেজার, ডিপিডিসি।

৫) সাব ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক- এর দপ্তর, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)

৬) জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (এইচ আর), ব্যবস্থাপনা পরিচালক- এর দপ্তর, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)

খন্দকার এ.এইচ.এম. জুলফিকার হায়দার
চিফ কোর্ডিনেশন অফিসার (সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার)